সংবাদ

তারিখ 09 JUL 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

সহিংস কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষার্থীদের : শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিনিধি রাজশাহী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বর্তমানে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড চলছে তা থেকে শিক্ষার্থীদের বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করছে সরকার। শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজটি ত্বরান্বিত হবে। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে জনগণের ঘামের টাকায়। জনগণের সে টাকা যেন নষ্ট না হয় সেজন্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। মেধা ও মননশীলতাকে বিকশিত করতে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর আবদুস সোবহান বলেন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের সঙ্গে

রাবির ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

৫৭ বছর অতিক্রম করল। তবে এ গৌরবের মধ্যে কিছুটা হলেও কালিমা লাগিয়েছে ক্যাম্পাসের কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা। সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বর্তমান প্রশাসন অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বলেন, রাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি বের হয়ে এলে ক্যাম্পাসে সহিংসতা কমে আসবে, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারবে প্রশাসনের কাছ থেকে। তবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন, রাকসুর সাবেক ভিপি ফজলে হোসেন বাদশা এমপি ও নুরুল ইসলাম ঠাণ্ডু।

এর আগে সকালে শিক্ষামন্ত্রী বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর ক্যাম্পাসে বের করা হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। এতে অংশ নেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবন প্রদক্ষিণ শেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়।